ঋণ নীতি

Credit Policy

৬

গ্রাহকদের কাছে ব্যাংক ঋণ হলো ঋণ অর্থায়নের একটি প্রধান উৎস। একটি বানিজ্যিক ব্যাংকের মোট সম্পত্তির অধিকাংশ অংশই ঋণ সম্পত্তি। এক্ষেত্রে ব্যাংকের কাছে ভালো ঋণসমূহই হলো লাভজনক সম্পত্তি। আর খারাপ ঋণ ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি বহন করে। অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত ব্যাংকসমূহ তার মূলধন বিনিয়োগ করে বিভিন্ন ব্যবসা ও ব্যক্তিদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে। সে সাথে বেশী আয় গ্রহণ করতে চাইলে ব্যাংককে বেশী ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। ব্যাংকসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দঋণ তৈরি করে না । বিভিন্ন কারণে ঋণসমূহ মন্দ ঋণে পরিনত হয়। যেমন: অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন বা ফার্মের নিজস্ব প্রয়োগগত অবস্থার পরিবর্তনের কারণে। যেসব ব্যাংক তার ঋণ পোর্টফোলিওতে বৈচিত্রতা রাখে না, সেসব ব্যাংকের নিজস্ব কিছু ঝুঁকি থাকে যা অন্য ব্যাংকের থাকে না। একটি দেশে ব্যাংকের সংখ্যাও অনেক থাকে এবং এদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বিদ্যমান থাকে। ব্যাংকিং ব্যবসায়ে ঋণের প্রতিযোগিতার প্রবনতা তৈরী হওয়ার দরুণ ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ধরণের ঋণের ধারণা প্রবর্তণ করে ও ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন ধরনের উন্নত সেবার সুযোগ তৈরী করে। সে সাথে এটাও পরিলক্ষিত হয় যে ব্যাংক সমূহের এসেট কোয়ালিটি ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং খেলাপী ঋণ বাড়তে থাকে। ব্যাংকের পরিচালন পর্ষদ ঋণ প্রক্রিয়াতে তিনটি কাজ নির্ধারন করে থাকে। ব্যবসা উন্নয়ন বা বিকাশ হলো ব্যাংকের সেবাসমুহের সব তথ্য বর্তমান ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়া। যখন একজন ক্রেতা ঋণের জন্য অনুরোধ করে, ব্যাংক কর্মকর্তার প্রাপ্ত সব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখে যে এ ঋণটি ব্যাংকের ঝুঁকি আয়ের লক্ষ্যের সাথে মিলছে কিনা। ঋণ কর্মকর্তা বিশ্লেষণের রিপোর্ট মূল্যায়ন করে এবং কোন ভুল থাকলে, বাদ দিতে হলে বা যোগ করা হলে, আলোচনা করেন বিশ্লেষক এর সাথে। ঋণ পুনঃমূল্যায়নের প্রচেষ্টা করা হয় ঋণ ঝুঁকি কমানোর জন্য, সমস্যা ঋণগুলো পরিচালনা করার জন্য এবং ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ঋণগ্রহীতাদের সম্পত্তি নগদে পরিনত করার জন্য কার্যকর ঋণ পরিচালনায় ঋণ বিশ্লেষণ থেকে ঋণ কার্যকর বা পরিচালনাকরা ঋণ পুনঃমূল্যায়ন আলাদা করে ফেলে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ : ঋণের প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক প্রবণতা
পাঠ-৬.২ : সামগ্রিক সম্পদের গুনমান পরিমাপ
পাঠ-৬.৩ : ঋণ ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার প্রবনতা
পাঠ-৬.৪ : ঋণের প্রক্রিয়া
পাঠ-৬.৫ : বিভিন্ন ধরনের ঋণের বৈশিষ্ট্য

পাঠ-৬.১ ঋণের প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক প্রবণতা

Recent Trends in Loan Growth

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি ও গুণের সাম্প্রতিক প্রবনতা বর্ননা করতে পারবেন।

যেকোন ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং সে আমানতের একটি অংশ জনগণ অথবা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। বানিজ্যিক ব্যাংক সমূহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রদান করে থাকে। গ্রাহকদের কাছে ব্যাংক ঋণ হলো ঋণ অর্থায়নের একটি প্রধান উৎস। কেননা কিছু সহজ ও নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

একটি বানিজ্যিক ব্যাংকের মোট সম্পত্তির অধিকাংশ অংশই ঋণ সম্পত্তি। এক্ষেত্রে ব্যাংকের কাছে ভালো ঋণসমূহ হলো লাভজনক সম্পত্তি। আর খারাপ ঋণ ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি বহন করে। অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত ব্যাংকসমূহ তার মূলধন বিনিয়োগ করে বিভিন্ন ব্যবসা ও ব্যক্তিদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে। সে সাথে বেশী আয় গ্রহণ করতে চাইলে ব্যাংককে বেশী ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। ঋণ বিনেয়োগ ছাড়াও বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অন্যান্য খাতে যেমন: শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে থাকে। যেহেতু বানিজ্যিক ব্যাংক জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে নিয়ে ব্যবসা করে, সেহেতু এ সমস্ত বিনিয়োগের অলাভজনকতা ব্যাংকসমূহকে আমানত ফেরত প্রদানের ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ পোর্টফোলিও তৈরি করে যাতে ঝুঁকি সর্বনিম্ন পর্যায়ে বজায় রাখা যায়।

একটি দেশের সব ব্যাংক সেদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকসমূহের সকল ধরণের কাজের জন্য গাইডলাইন প্রস্তুত করে থাকে যা সঠিকভাবে মেনে ব্যাংক পরিচালনা করতে হয়। সুতরাং ব্যাংক ঋণের বৃদ্ধি বা হ্রাস অনেকাংশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত ও গাইডলাইনের উপর নির্ভর করে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর ঋণের গতি প্রকৃতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০১৯ (Financial Stability Report, 2019) এ ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ২০১৮ সাল পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান প্রবনতা থাকলেও ২০১৯ এ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (১১.৮০ শতাংশ)।

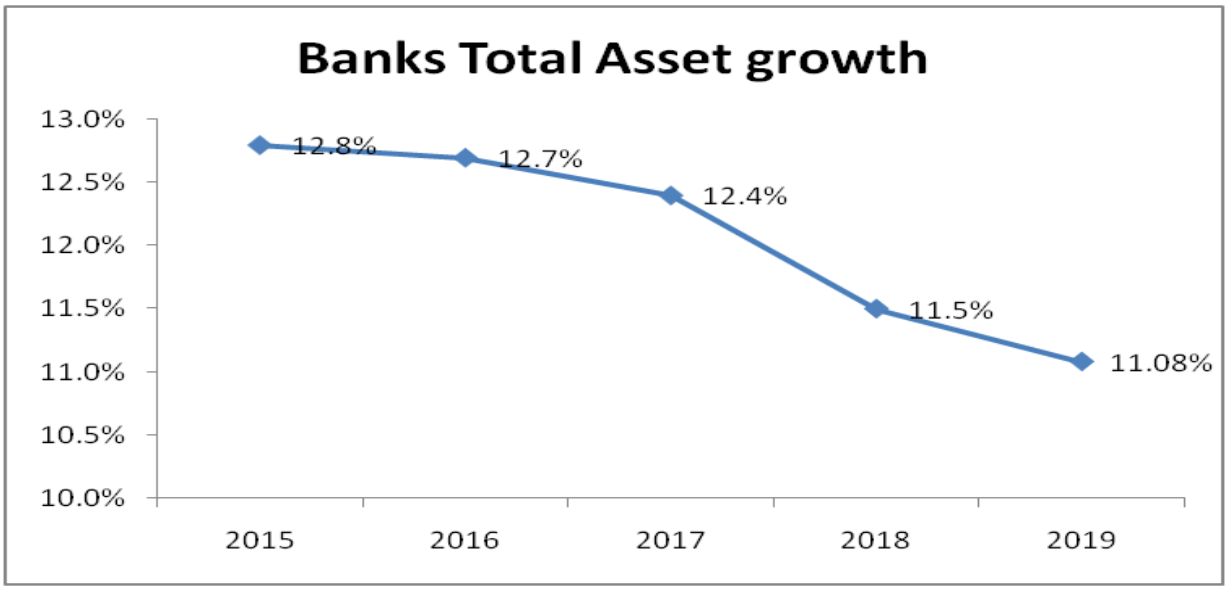

তথ্যসূত্র: ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০১৯, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এই বৃদ্ধির পেছনে ডিপোজিট এর বৃদ্ধির হারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেহেতু প্রাইভেট কর্মাশিয়াল ব্যাংকসমূহ (পিসিবি) বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর মোট ডিপোজিটের সম্পদের অধিকাংশ ধারণ করে, এই পিসিবি এর সম্পদের বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার দরুন পুরো ব্যাংকিং সেক্টরের মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের মোট সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্থান দখল করে আছে ঋণ এবং অগ্রীম সমূহ। আর ঋণ এবং অগ্রীম এর পরেই রয়েছে ব্যাংকের বিনিয়োগ সমূহ। (তথ্যসূত্র: ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০১৯: বাংলাদেশ ব্যাংক)। সুতরাং বলা যায় ঋণসমূহ এবং অগ্রীমসমূহ ব্যাংকের মোট সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার দরুণ ব্যাংকের ঝুঁকিও অনেক বেশি থাকে। ব্যাংকসমূহকে তাই প্রতিটি ঋণ ও অগ্রীম প্রদানের ক্ষেত্রে খুব বেশি সতর্কতা রক্ষা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের সমসাময়িক ঋণসমূহের গুনের প্রবনতা লক্ষ্য করলে দেখা যায় ব্যাংকিং সেক্টরের ঋণ খেলাপের গতি অনেকটা বেশি বা ঋণসমূহের পুন:তফসিলও বেশি পরিমাণ হচ্ছে যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। (তথ্যসূত্র: ব্যাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্ট)

আরও উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের মোট ঋণের মধ্যে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহেই (২৭.৩৩ শতাংশ) ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এর পরেই রয়েছে হোলসেল এবং রিটেইল ট্রেড বা সিসি, ওভারড্রাফট (ওডি) ইত্যাদি (১৭.৬০ শতাংশ)। (তথ্যসূত্র: Table 2.2 Sector-wise loan concentration CY2019, ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০১৯: বাংলাদেশ ব্যাংক)

উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে এটাই দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ব্যংকিং সেক্টরের ঋণ ও অগ্রীমসমূহ অল্পকিছু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বেশি নির্ভরশীল। ব্যাংকের ঝুঁকি কমাতে বা নিয়ন্ত্রন করতে ঋণ মঞ্জুরের সময় অনেক তথ্য যেমন: নিরাপত্তা, বহুমূখীকরণ, জামানতের মান ও বিক্রয়যোগ্যতা, মুনাফার সম্ভাব্যতা, ঋণ গ্রহীতার সততা, সুনাম, ব্যবসায়িক দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক অত্যন্ত সর্তকতার সহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অতএব পরিশেষে বলা যায়, যেহেতু ব্যাংকসমূহ ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের মাধ্যমেই মুনাফা অর্জন করে তাই ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে আরও বেশি সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এতে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য রক্ষা হবে।

সারসংক্ষেপ :

গ্রাহকদের কাছে ব্যাংক ঋণ হলো ঋণ অর্থায়নের একটি প্রধান উৎস। একটি বানিজ্যিক ব্যাংকের মোট সম্পত্তির অধিকাংশ অংশই ঋণ সম্পত্তি। এক্ষেত্রে ব্যাংকের কাছে ভালো ঋণসমূহ হলো লাভজনক সম্পত্তি। আর খারাপ ঋণ ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি বহন করে। অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত ব্যাংকসমূহ তার মূলধন বিনিয়োগ করে বিভিন্ন ব্যবসা ও ব্যক্তিদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে। সেই সাথে বেশী আয় গ্রহণ করতে চাইলে ব্যাংককে বেশী ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের ঋণ ও অগ্রীমসমূহ অল্পকিছু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বেশি নির্ভরশীল। দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাংকসমূহকে ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে আরও বেশি সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পাঠ-৬.২ সামগ্রিক সম্পদের গুনমান পরিমাপ

Measuring Aggregate Asset Quality

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের সামগ্রিক সম্পদের গুনগত পরিমাপের ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন; এবং
- ঋণ ঝুঁকির উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সামগ্রিক সম্পদের গুনগত তথ্য এবং প্রতিটি সম্পদের অতীত প্রদেয় ঋণের উপর ভিত্তি করে সম্পদের গুন পরিমাপ করা খুবই জটিল। আসলে, অনেক ফার্ম ডিউডিলিজেনস রিভিউ (Due Diligence Review) করে কোন ব্যাংককে একীভূত করার পর সে ব্যাংকের সম্পত্তির গুণতমান খারাপ পায়, যা সত্যিই অবাক করার মত। বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি ও অফ ব্যালেন্স শিট কার্যকলাপের বিভিন্ন ডিফল্টের সম্ভাবনা থাকে। এর মধ্যে ঋণের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি থাকে। ব্যাংকসমূহ সাধারণত তার পোর্টফোলিও ঋণ ঝুঁকি নিম্নোক্ত তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকে:

(১) ঋণ এবং বিনিয়োগ উপর ঐতিহাসিক সমূহের ক্ষতির হার কী?

(২) ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্ষতিসমূহ কী কী হতে পারে?

(৩) ব্যাংক সমূহ এ ক্ষতিকে মোকাবিলা করার জন্য কতটুকু প্রস্তুত?

সাধারনত অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ এবং ফার্মের পরিচালনা করার পরিবেশের পরিবর্তন সমূহ ফার্মের ঋণ সেবার জন্য সহজ লভ্য নগদ প্রবাহে পরিবর্তন আনে। এ অবস্থাসমূহ পূর্বে ধারণা করা বেশ জটিল। অতএব ঋণ গ্রহীতার ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ও প্রয়োগগত অবস্থাসমূহের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিক চার্জ এবং পাস্ট ডিউ ঋণসমূহ ভবিষ্যতের ক্ষতির চেয়ে কমিয়ে বা বাড়িয়ে দেখাতে পারে।

ব্যাংকসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দঋণ তৈরি করে না । বিভিন্ন কারণে ঋণসমূহ মন্দ ঋণে পরিনত হয়; যেমন: অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন বা ফার্মের নিজস্ব প্রয়োগগত অবস্থার পরিবর্তনের কারণে। ঋণসমূহ বর্তমান সময়ে অনুমোদন করা হয়, সেগুলোর কোন প্রকার সমস্যা থাকেনা অবনতির। অতএব ঐতিহাসিক ক্ষতিসমূহ এবং অতীত পাওনার ঋণসমূহের তথ্য, “ ঋণ পোটফোলিও” এর গুনাগুণের একটি ভালো প্রতিনিধি হতে পারে যদি ভবিষ্যতেও একই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। অতএব ঐতিহাসিক উপাত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেহেতু এটি বর্তমানের ঋণের পোর্টফোলিওর গুনের প্রতিনিধিত্ব করেনা।

একইভাবে একজন ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা তার চাকরি এবং ব্যক্তিগত সম্পদের নেট মূল্যের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। এ কারণেই ব্যাংকগুলো প্রতিটি ঋণের অনুরোধের "ঋণ বিশ্লেষণ" কওে ঋণ গ্রহীতার ঋণের টাকা পরিশোধের সক্ষমতা পরিমাপের জন্য। দূর্ভাগ্যজনকভাবে হিসাবকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন সমস্যা বের করার অনেক পূর্বেই ঋণসমূহ অবনতির দিকে ঝুঁকে পরে। এছাড়াও অনেক ব্যাংক উদ্বৃত্তপত্র বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপেও প্রবেশ করেন। যেমন: ঋণ প্রতিশ্রুতিসমূহ (loan commitments), ঘটনাসাপেক্ষ দায়সমূহ (contingent liabilities) অঙ্গীকার প্রদানসমূহ (guarantee offers) এবং অমৌলিক চুক্তিসমূহ (derivative contracts) প্রত্যাশিত ঋণ গ্রহীতাগণ এবং কাউন্টার পার্টিগণ অবশ্যই সম্পাদন করবে অথবা ব্যাংক ক্ষতি গ্রহণ করবে। এ ধরনের ঝুঁকি উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে হতে পারে কিন্তু প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপাত্ত থেকে পরিমাপ করা জটিল।

ঋণ ঝুঁকির উৎসমূহ ঃ

এখানে আরো কিছু ঋণ ঝুঁকির উৎস রয়েছে যেগুলো ব্যাংকের সামষ্টিক ঐতিহাসিক ঋণ ঝুঁকির উপাত্তের মধ্যে উপস্থাপিত নাও থাকতে পারে। সেগুলো হলো প্রথমত, যেসব ব্যাংক সংকচিত ভৌগোলিক এলাকায় ঋণ প্রদান করে অথবা অন্যভাবে বলা যায় যেসব ব্যাংকসমূহ তাদের ঋণগুলো একটি নির্দিষ্ট শিল্পে মনোনিবেশ করে যেখানে ঝুঁকি বিদ্যমান এবং উদ্বৃত্তপত্রে সে ঝুঁকি পুরোপুরি পরিমাপ করা যায় না। যদি অর্থনৈতিক উপাদানসমূহে ব্যাংকের ভৌগোলিক বা মনোনিবেশকৃত শিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তাতে ব্যাংকের পোটফোলিও এর উপর আশ্বচর্যজনকভাবে প্রভাব ফেলে, যেহেতু ব্যাংকের ঋণ প্রদানের বৈচিত্রতা এর অভাব ছিল। যেসব ব্যাংক তার ঋণ পোর্টফোলিওতে বৈচিত্রতা রাখে না, সেসব ব্যাংকের নিজস্ব কিছু ঝুঁকি থাকে যা অন্য ব্যাংকের থাকে না।

এছাড়াও যেসব ব্যাংকের ঋণের বৃদ্ধির হার বেশি, যে সব ব্যাংক প্রায়শই বেশি ঝুঁকিতে থাকে বলে ধরে নেয়া হয়, যেহেতু ঋণ বিশ্লেষণ এবং পুনঃমূল্যায়ন পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না। প্রায়সময়ই দেখা যায় সল্পসময়ের জন্য ঋণের বৃদ্ধি ভালো কার্যকর কিন্তু ক্ষতি পরিনামে বাড়াতে থাকে। সবশেষে, যেসব ব্যাংক বিদেশী দেশগুলোতে অর্থ ধার প্রদান করে তারা সেই দেশীয় ঝুঁকি এর মধ্যে পড়ে যায়। সাধারনত বিদেশী সরকার যখন সেদেশের ব্যবসা সমূহ এবং ব্যক্তিদের কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রন নেয়, বিদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি যা ঋণের অর্থ আদায়ে বাধা প্রদান করে, সাধারন মার্কেটের ব্যাহতকরণ, বিদেশী সরকার যখন ঋণ পরিশোধের উৎসে ভতুর্কি কমিয়ে দেয় বা বাদ দিয়ে দেয়। ব্যাংকসমূহের ঐতিহাসিকভাবে যথেষ্ট ক্ষতির অভিজ্ঞতা রয়েছে বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে এর প্রধান কারণ সেসব দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি।

সারসংক্ষেপ :

ব্যাংকসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দ ঋণ তৈরি করে না । বিভিন্ন কারণে ঋণসমূহ মন্দ ঋণে পরিনত হয়; যেমন: অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন বা ফার্মের নিজস্ব প্রয়োগগত অবস্থার পরিবর্তনের কারণে। ঐতিহাসিক ক্ষতিসমূহ এবং অতীত পাওনার ঋণসমূহের তথ্য, "ঋণ পোটফোলিও" এর গুনাগুনের একটি ভালো প্রতিনিধি হতে পারে যদি ভবিষ্যতেও একই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। অতএব ঐতিহাসিক উপাত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেহেতু এটি বর্তমানের ঋণের পোর্টফোলিওর গুনের প্রতিনিধিত্ব করে না। যদি অর্থনৈতিক উপাদান সমূহে ব্যাংকের ভৌগোলিক বা মনোনিবেশকৃত শিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তাতে বা ব্যাংকের পোটফোলিও এর উপর আশ্বচর্যজনকভাবে প্রভাব ফেলে, যেহেতু ব্যাংকের ঋণ প্রদানের বৈচিত্রতার অভাব ছিল। যেসব ব্যাংক তার ঋণ পোর্টফোলিওতে বৈচিত্রতা রাখে না, সেসব ব্যাংকের নিজস্ব কিছু ঝুঁকি থাকে যা অন্য ব্যাংকের থাকে না।

পাঠ-৬.৩ ঋণ ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার প্রবনতা

Competition Trend in Loan Business

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের ঋণ ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার প্রবনতা বর্ণনা করতে পারবেন।

ঋণ সৃষ্টি করা ব্যাংকসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যাংকের মোট সম্পদের মধ্যে ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ফলে ব্যাংকের মুনাফা অনেকাংশেই ঋণের সাফল্য এবং ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে। ব্যাংকিং শিল্পে ব্যাংকের সংখ্যা ও ধরণ বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে বর্তমান সময়ে ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্নমূখী প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। যেমনঃ নগদ ঋণ, স্বল্প মেয়াদে প্রদত্ত ঋণ, চাহিদামাত্র দেয় ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ ইত্যাদি। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সাধারনত স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে; যেমনঃ শিক্ষা ঋণ, গাড়ী ক্রয়ের ঋণ ইত্যাদি।

ঋন বিনিয়োগ ছাড়াও বনিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মুনাফা অর্জনের আশায় অন্যান্য খাতে, যেমনঃ শেয়ার ঋণপত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে থাকে। যেহেতু বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসা করে সেহেতু এ সমস্ত বিনিয়োগের অলাভজনক অবস্থা বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে আমানত ফেরত প্রদানের ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। এক্ষেত্রে ঝুঁকি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য ব্যাংকসমূহকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ পোর্টফোলিও তৈরী করে থাকে।

সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবস্থায় একটি দেশে ব্যাংকের সংখ্যাও অনেক থাকে এবং এদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বিদ্যমান থাকে। একক ব্যাংক ব্যবস্থায় মক্কেলরা একটি ব্যাংকের মাধ্যমে সব কাজ করলেও বহুবিধ ব্যাংক ব্যবস্থায় তাদের কার্যক্রম একাধিক ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ কারণে তারা এক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অন্য ব্যাংকের মাধ্যমে চেকের সাহায্যে অর্থ উত্তোলন করতে পারে। ফলে আন্তঃপাওনার উদ্ভব ঘটে। সামগ্রিক ব্যাংকিং এ যখন কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক তার জমাকৃত আমানত থেকে ঋণ দেয় তখন ঐ ঋণ হিসাবের চেক অন্য ব্যাংকে আমানত হিসেবে জমা হতে পারে যা একক ব্যাংকের ক্ষেত্রে হওয়ার সযোগ নেই। এভাবে একটি ব্যাংকের ঋণ থেকে তৈরী আমানতের চেক অন্য ব্যাংকে জমা হয় আমানত হিসেবে এবং আবার সেখান থেকে ঋণ প্রদান হয় এবং এভাবে চলতে থাকে।

ঋণ প্রতিযোগিতার আরেকটি দিক হলো খেলাপি ঋণের ঝুঁকি। অনাদায়ীকৃত ঋণসমূহই হলো খেলাপি ঋণ। ঋণকে তখনই খেলাপি বলা যাবে যখন তার কিস্তি বকেয়া থাকবে, অথবা পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ পরিবর্তন করা হবে। সাধারনত রিপোর্টেড নন-পারফর্মিং লোন এবং ডিসট্রেসড এসেট যোগ করলে ব্যাংগুলোর খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়। ব্যাংকের খেলাপী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে মুনাফার পরিমাণ কমতে থাকে। "ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর স্ট্যাবিলিটি রিভিউ-২০২০" রিপোর্ট এ বলা হয় বাংলদেশের ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণ লুকিয়ে রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক খাতের খেলাপি ঋণের যে তথ্য প্রকাশ করে, বাস্তবে খেলাপি ঋণের পরিমাণ তার চেয়েও অনেক বেশি। বড় বড় গ্রাহকের বারবার খেলাপি ঋণ পুনঃগঠনের সুবিধা দেওয়া বন্ধ করতে বলেছে IMF (International Monetary Fund)। ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি বিশেষ গ্রুপকে অনেক বেশি ঋণ দেওয়ার কারণেও সামগ্রিক আর্থিক খাতে এক ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বলে মনে করে IMF । সাধারনত সংকটের সময় প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখতে বড় গ্রাহকদের ঋণ পুনঃগঠণ সুবিধা দেওয়া হয়। এতে কর্মসংস্থান ধরে রাখা এবং ঋণ ফেরত পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যাংকিং খাতের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো এসেট কোয়ালিটি বা সম্পদের গুনমান। ব্যাংকের ঋণ ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার কারণে এ ধরনের ঝুঁকি উল্লেখ্যযোগ্য পরিমানে হতে পারে ।

পরিশেষে বলা যায়, যেকোন প্রতিযোগতার সৃষ্টি হলে কিছু দিক থেকে সুবিধা পাওয়া যায় আবার কিছু দিক দিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ব্যাংকিং ব্যবসায়ে ঋণের প্রতিযোগীতার প্রবনতা তৈরী হওয়ার দরুণ ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ধরণের ঋণের ধারণা প্রবর্তণ করে ও ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন ধরণের উন্নত সেবার সুযোগ তৈরী করে। সে সাথে এটাও পরিলক্ষিত হয় যে ব্যাংক সমূহের এসেট কোয়ালিটি বা সম্পদের গুনমান ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং খেলাপি ঋণ বাড়তে থাকে।

সারসংক্ষেপ :

একটি দেশে ব্যাংকের সংখ্যাও অনেক থাকে এবং এদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বিদ্যমান থাকে। ঋণ প্রতিযোগিতার আরেকটি দিক হলো খেলাপি ঋণের ঝুঁকি। ব্যাংকিং খাতের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো এসেট কোয়ালিটি বা সম্পদের গুনমান । ব্যাংকের ঋণ ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার কারণে এ ধরণের ঝুঁকি উল্লেখ্যযোগ্য পরিমানে হতে পারে। ব্যাংকিং ব্যবসায়ে ঋণের প্রতিযোগিতার প্রবনতা তৈরী হওয়ার দরুণ ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন ধরণের ঋণের ধারণা প্রবর্তণ করে ও ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন ধরণের উন্নত সেবার সুযোগ তৈরী করে। সে সাথে এটাও পরিলক্ষিত হয় যে ব্যাংক সমূহের এসেট কোয়ালিটি বা সম্পদের গুনমান ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং খেলাপি ঋণ বাড়তে থাকে।

পাঠ-৬.৪ ঋণের প্রক্রিয়া
The Credit Process

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের ঋণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ঋণ নীতি, ঋণ দর্শন ও ঋণ সংস্কৃতি কী তা বলতে পারবেন;
- আনুষ্ঠানিক ঋণ বিশ্লেষনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- খারাপ ঋণ ও ভালো ঋণের ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বানিজ্যিক ঋণের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সর্বনিম্ন ঝুঁকিতে লাভজনক ঋণ সৃষ্টি করা। যেসব শিল্পসমূহে বা মার্কেটসমূহে ঋণ প্রদানকারী অফিসারদের দক্ষতা রয়েছে সেগুলোতে ম্যানেজমেন্ট এর লক্ষ্য নির্ধারন করা উচিত। প্রতিযোগিতা করার জন্য ঋণের পরিমাণ ও ঋণের গুনমানের লক্ষ্য কিছুটা ব্যাংকের তারল্যের প্রয়োজনীয়তা, মূলধনের বাধ্য বাধকতা এবং আয়ের হারের ইত্যাদি উদ্দেশ্যসমূহের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ঋণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে প্রতিটি ব্যাংকের পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রনসমূহের উপর, যা ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ অফিসারদের ঝুঁকি এবং আয় এর ভারসাম্য মূল্যায়ন করে অনুমতি প্রদান করা হয়।

ঋণ নীতিঃ

একটি ঋণ নীতি ঋণ দানের নির্দেশিকা আনুষ্ঠানিকরন করে থাকে।এটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করতে অনুসরন করে থাকে। এটি পছন্দসই ঋণের গুনাগুন শনাক্ত করে এবং ঋণের প্রদানে রাজি হওয়া, ডকুমেন্টিং বা দলিল রচনা এবং পর্যালোচনার ও পদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। যদি ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকে তবে বারবার কর্মপন্থা তৈরী করতে হবে যা ব্যাংকের সময় ও অর্থ উভয়য়েরই অপচয় হয়। এছাড়াও ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমের সুনিদিষ্ট নীতি থাকলে ,ব্যাংক কর্মকর্তাদের কর্মস্থল স্থানান্তর করা হলেও ঋণ কার্যক্রম ব্যহত হবে না। তাই অন্য ভাবে বলা যায় ব্যাংকের ঋণ যোগ্য তহবিল কিভাবে নিরুপিত হবে, কি কি খাতে ঋণ প্রদান করতে হবে, ঋণের মেয়াদকাল কিরুপ হবে, জামানত হিসাবে কি রাখা যাবে প্রদানকৃত ঋণ কিভাবে আদায় করা হবে ইত্যাদি বিষয়াবলী সুনির্দিষ্টকরনকেই ব্যাংকের ঋণ নীতি বলা হয়।

ঋণ দর্শন ঃ

সাধারনত ম্যানেজমেন্ট ঋণ দর্শন নির্ধারিন করে ব্যাংক কতটুকু ঝুঁকি গ্রহণ করবে এবং সেটা কোন ধরনের হবে।

ঋণ সংস্কৃতি ঃ

একটি ব্যাংকের ঋণের সংস্কৃতি বলতে বোঝায় এর মৌলিক নীতিসমূহ যা ঋণ দান কার্যক্রমকে পরিচালিত করে এবং কিভাবে ম্যানেজমেন্ট ঝুঁকি বিশ্লেষন করবে তা পরিচালিত করে, এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ দর্শন এর ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তিন ধরনের সম্ভাব্য ঋণ সংস্কৃতি দেখা যায় যথাঃ মূল্য পরিচালিত (Values Driven), বর্তমান লাভ পরিচালিত (Current Profit Driven), মার্কেট-শেয়ার পরিচালিত (Market Share Driven). ব্যাংকের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার দ্বারা এই ঋণ সংস্কৃতি নির্ধারন করা হয় এবং প্রয়োগ করা হয়।

ব্যাংকের ঋণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ:

ঋণ প্রক্রিয়াতে তিনটি কাজ রয়েছে যা অনুসরন করা হয়। প্রতিটি ধাপ ব্যাংকের লিখিত নীতি প্রতিফলিত করে যা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নির্ধারন করা থাকে। যথাঃ

(১) ব্যবসায়ের উন্নয়ন এবং ঋণ বিশ্লেষন

(২) আন্ডাররাইটিং অথবা ঋণ কার্যকর এবং পরিচালনা করা

(৩) ঋণ পুনঃমূল্যায়ন

১। ব্যবসায়ের উন্নয়ন এবং ঋণ বিশ্লেষনঃ

ব্যবসায়ের উন্নয়নঃ

ব্যবসা উন্নয়ন বা বিকাশ হলো বর্তমান ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকের সেবাসমূহ বিক্রয় করা। ঋণের ক্ষেত্রে, নতুন ঋণের গ্রাহক শনাক্তকরণ এবং তাদেরকে ব্যাংকিং ব্যবসার জন্য অনুরোধ করা, সেই সাথে বর্তমান গ্রাহকদের সাথে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রক্ষা করা এবং ননক্রেডিট সেবাসমূহের প্রদান করা। ব্যাংকের প্রতিটি কর্মচারী (ব্যাংক টেলার থেকে বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর সদস্য) ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ। বাজারজাতকরণ চেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য অনেক ব্যাংক নগদ বোনাসসমূহ অথবা অন্যান্য উদ্দীপনামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে কর্মচারীদের পুরষ্কার দেয়ার জন্য যারা সাফল্যের সহিত ক্রস সেল করে বা ব্যাংক নতুন ব্যবসা আনে।

বর্তমানে গ্রাহকের কাছে অন্য সেবা বিক্রয় করাকে ক্রস সেল বলে। যেমন: একজন গ্রাহকের কোন ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। সেই গ্রাহককে অনুরোধ করে ডিপিএস (ডিপোজিট পেনশন স্কীম) হিসাব খোলার প্রক্রিয়াকেই ক্রস সেল বুঝায়।

ব্যবসা উন্নয়নের চেষ্টার ধাপসমূহ হচ্ছে-

১. বাজার গবেষণা,

২. ব্যাংকের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া,

৩. বাজার এবং ক্রেতাদের সচেতনতা।

যে কোন ব্যবসা উন্নয়নের চেষ্টার শুরুর ধাপ হচ্ছে "বাজার গবেষণা"। ঋণ গঠন এবং "সম্ভাব্য ব্যবসা এলাকা শনাক্তকরণ" এর জন্য টার্গেট নিধারন করা উচিত ম্যানেজমেন্ট এর। ব্যাংকিং সেবার চাহিদা অনুমান করাই হলো বাজার গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। এ ধরনের বাজার গবেষণা বলতে সাধারনত বুঝায় অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ, স্থানীয় জনতাত্ত্বিক প্রবনতা এবং ক্রেতা জরিপের সমূহ আনুষ্ঠানিক বিশ্লেষণ।

ব্যবসা উন্নয়নের ২য় ধাপ হলো (কর্মচারীদের) প্রশিক্ষণ দেয়া। ব্যাংকের কর্মচারীদের নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান প্রদান করা যাতে সম্ভাব্য ক্রেতাদের যে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেঃ

(১) কোন পণ্যসমূহ বর্তমানে পাওয়া যায়?

(২) কোন পণ্যসমূহ ক্রেতাদের প্রয়োজন?

(৩) ক্রেতাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কিভাবে কর্মচারীদের যোগাযোগ করা উচিত?

তৃতীয় ও সর্বশেষ ধাপ হলো, বাজার এবং ক্রেতাদের সচেতনতা। ব্যাংকের উচিত কার্যকরভাবে বাজার এবং ক্রেতাদের সচেতন করা পণ্যসমূহ এবং সেবাসমূহ সম্পর্কে। এর সুস্পষ্ট উপায় হলো কার্যকর বিজ্ঞাপন এবং পাবলিক সম্পর্কসমূহ।

অনেক ব্যাংক আনুষ্ঠানিক অফিসার নিয়োগ করে "কল প্রোগ্রাম" এর জন্য। এখানে কর্মকর্তারা বর্তমান এবং সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে। ঋণ গ্রহীতারা প্রায়শই দিধাগ্রস্থ থাকে ব্যক্তিগত পূর্ণ বিবরন প্রকাশে অথবা ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক পটভূমি প্রকাশে। এ ধরনের তথ্য প্রকাশের পূর্বে ঋণ গ্রহীতারা ব্যাংকের সম্পর্কে জানতে চায় এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের উপর আস্থা রাখতে চায় যাদের সাথে লেনদেন করছে। কল কর্মকর্তারা সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে কল তৈরী করে এবং ব্যাংকে রিপোর্ট তৈরি করে। প্রতিটি কলের পর কর্মকর্তারা সাক্ষাতের তারিখ ও সময় ঠিক করে লিখে রাখে, সে অনুযায়ী সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে আলোচনার বিষয়সমূহ এবং নতুন ব্যবসা পাওয়ার সুযোগসমূহ সম্পর্কে মন্তব্য লিখে রাখে। সাধারনত নতুন ক্রেতাদের অনেক বার কল করে ব্যাংক কর্মকতারা নতুন সুযোগ তৈরির পূর্বে।

ঋণ বিশ্লেষণ

যখন একজন ক্রেতা ঋণের জন্য অনুরোধ করে, ব্যাংক কর্মকর্তার প্রাপ্ত সব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখে যে এ ঋণটি ব্যাংকের ঝুঁকি আয়ের লক্ষ্যের সাথে মিলছে কিনা। ঋণ-বিশ্লেষণ আবশ্যিকভাবে ডিফল্ট ঝুঁকি বিশ্লেষণ যেখানে একজন ঋণ কর্মকর্তা একজন ঋণ গ্রহীতার ঋণের অর্থ শোধ করার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা মূল্যায়ন করার জন্য চেষ্টা করবে।

এরিক কম্পটন ১৯৮৫ সালে তিনটি আলাদা অঞ্চল/ক্ষেত্র সনাক্ত করেছেন বানিজ্যিক ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য যা নিচের প্রশ্নগুলোর সাথে সম্পর্কিতঃ

(১) ব্যবসায়ের পরিচালনায় কোন কোন ঝুঁকি অন্তর্নিহিত থাকে?

প্রথম প্রশ্নটি একজন ঋণ বিশ্লেষককে জোর করে কারণের তালিকা তৈরি করার জন্য যা নির্দেশ করে একজন ঋণগ্রহীতার ঋণ শোধ করার ক্ষমতাকে কোন কারণ ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

(২) ম্যানেজাররা ঐ সব অন্তর্নিহিত ঝুঁকিসমূহ উপশমে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন অথবা কি কি পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি শনাক্ত করে যে, ঋণ পরিশোধ কিছু সিদ্ধান্তের উপর বেশির ভাগ নির্ভর করে যেসব সিদ্ধান্ত ঋণ গ্রহীতা নিয়ে থাকেন। ম্যানেজমেন্ট কি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকিসমূহের সম্পর্কে সচেতন এবং এ বিষয়ে প্রতিক্রয়া দিয়েছেন।

(৩) একজন ঋণদাতা কিভাবে তহবিল প্রদানের নিজস্ব ঝুঁকির কাঠামো তৈরি করতে পারে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

তৃতীয় প্রশ্নটি বিশ্লেষককে সাহায্য করে কিভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা নির্দিষ্ট করা। যাতে ব্যাংক একটি গ্রহণযোগ্য ঋণ চুক্তি কাঠামো তৈরি করতে পারে। ঋণ বিশ্লেষণের জন্য ভালো ঋণ ও খারাপ ঋণ সর্ম্পকে ধারণা থাকা জরুরী।

ভালো ঋণ ঃ

গোল্ডেন এন্ড ওয়াকার এর মতে ঐতিহ্যগতভাবে কিছু প্রধান কারণসমূহ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে ভালো ঋণের ৫টি সি (C's) এর উপর ভিত্তি করেঃ

(১) চরিত্র (Character)ঃ ঋণগ্রহীতার সততা এবং বিশ্বাস যোগ্যতা চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজন বিশ্লেষককে অবশ্যই ঋণগ্রহীতার সততা বা ন্যায়পরায়নতা এবং ঋণ পরিশোধের পরবর্তী অভিপ্রায় মূল্যায়ন করতে হবে। যদি এখানে কোন গুরুতর সন্দেহ থাকে তবে ঋণ প্রত্যাখ্যান করা উচিত হবে।

(২) মূলধন (Capital)ঃ ঋণগ্রহীতার ধন-সম্পদের অবস্থা পরিমাপ করে তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাজারে ফার্মের অবস্থানের উপর। অর্থনৈতিক অবস্থার যে কোন অবনতির ক্ষেত্রে মূলধন ক্ষতি থেকে রক্ষায় মূলধন কুশন (Cushion) এ সাহায্য করে এবং দেউলিয়া হওয়ায় সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়।

(৩) ক্ষমতা (Capcity)ঃ ঋণগ্রহীতার আইনগত স্থায়ীত্ব এবং ম্যানেজমেন্ট-এর দক্ষতা ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখা উভয়ই নির্দেশ করে এর ক্ষমতা। যাতে ফার্ম বা একক ব্যক্তি তার ঋণের বাধ্যবাধকতা পরিশোধ করতে পারে। ঋণ

পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত শনাক্তযোগ্য নগদ অর্থ এবং নগদ অর্থের বিকল্প উৎসসমূহও থাকতে হয়। অন্যদিকে একজন একক ব্যক্তিকে সমর্থ হতে হবে আয় সৃষ্টি করতে।

(৪) অবস্থাসমূহ/শর্তসমূহ (Conditions)ঃ ইহা নির্দেশ করে অর্থনৈতিক পরিবেশ অথবা শিল্পের নির্দিষ্ট সরবারহ, উৎপাদন এবং বন্টন উপাদনসমূহকে যা ফার্মের ক্রিয়াকলাপ প্রভাবিত করে।

(৫) জামানত (Collateral)ঃ ঋণ পরিশোধের দ্বিতীয় উৎস হলো জামানত। যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তখন জামানত ঋণদাতার জন্য সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে। যখন একজন ঋণগ্রহীতা ঋণপরিশোধে অক্ষম হয়, তখন ঋণদাতার কাছে একটি সম্পদ জামানত থাকে যা জব্দ করতে পারে এবং তা বিক্রি করে নগদ অর্থ গ্রহণ করে ক্ষতি হ্রাস করতে পারে। কিন্তু তা ঋণ প্রদানে অগ্রসর হওয়াকে সমর্থন করে না যখন ঋণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

খারাপ ঋণ ঃ

গোল্ডেন এন্ড ওয়াকার আরও শনাক্ত করেছিলেন খারাপ ঋণের ৫টি সি (C's) যা সমস্যা প্রতিরোধ এ সাহায্য করেঃ

(১) আত্মতৃপ্তি (Complacency) নির্দেশ করে এটা ধারনা করার প্রবনতা যে, যেহেতু অতীতে যা ভালো ছিল ভবিষ্যতেও তাই ভালো হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জামানতদাতার উপর অনেক বেশি নির্ভর থাকা, লিপিবদ্ধ সম্পদের নেট মূল্য, অথবা অতীতের ঋণের পরিশোধের সফলতা ইত্যাদি। কিন্তু এ সবই হয়ে গিয়েছে অতীত সময়ে।

(২) অসর্তকতা (Carelessness)ঃ অপর্যাপ্ত ঋণের কাগজপত্র, বর্তমান সময়ের আর্থিক তথ্যের সল্পতা অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ঋণের ফাইল বিষয়ে, এবং প্রতিরক্ষামূলক চুক্তির নিয়মপত্রের অভাব ঋণ চুক্তির সময়ে।

(৩) যোগযোগ (Communication)ঃ যোগাযোগের অক্ষমতা বলতে বোঝায় যখন একটি ব্যাংকের ঋণের উদ্দেশ্যসমূহ এবং নীতিসমূহের মধ্যে সঠিকভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। এ রকম হলেই ঋণের সমস্যাসমূহ দেখা যায়। ম্যানেজমেন্টকে অবশ্যই কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে ঋণের নীতিসমূহ। এ সাথে ঋণ কর্মকর্তাদের উচিত ম্যানেজমেন্টকে সচেতন করা নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা সম্পর্কে যেগুলো বর্তমান ঋণের সাথে সম্পর্কিত এবং যখন তা দৃশ্যমান হয়।

(৪) দৈবঘটনা, জরুরী অবস্থা আকস্মিকতা, অনির্ধারিত খরচ নির্বাহের জন্য তহবিল (Contingencies)ঃ এটি বলতে ঋণদাতার প্রবনতাকে নির্দেশ করে যখন সে কিছু পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে একটি ঋণ পরিশোধ অক্ষম হতে পারে। এ ক্ষেত্রে নজর থাকতে হবে ভালো কাজের চুক্তির চেষ্টা, খারাপ ঝুঁকি খুজে বের করার চেষ্টা না করে।

(৫) প্রতিযোগিতা (Competition)ঃ প্রতিযোগিতা বলতে প্রতিযোগি আচরন অনুসরন করা, ব্যাংকের কাজের ঋণের মানদন্ড বজায় না রেখে।

ঋণগ্রহীতার অগ্রগতির নিরীক্ষনে এবং সমস্যা শনাক্তে উপরোক্ত খারাপ ঋণের ৫টি সির প্রতিটিই জটিলতা তৈরি করে তা নিয়ন্ত্রেণের বাইরে চলে যাবার আগে।

আনুষ্ঠানিক ঋণ বিশ্লেষনের প্রক্রিয়াঃ

আনুষ্ঠানিক ঋণ বিশ্লেষন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিষয় কেন্দ্রীক মূল্যয়ন ঋণগ্রহীতার অনুরোধের এবং একটি পুর্ণাঙ্গ পুনঃমূল্যায়ন ঋণগ্রহীতার আর্থিক প্রতিবেদনের। ঋণ ডির্পাটমেন্ট এর কর্মচারীরা প্রাথমিক পরিমাণগত বিশ্লেষন করে দিতে পারে ঋণ কর্মকর্তার জন্য। এই প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ

(১) ঋণ নথির জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা। যেমন: ঋণের ইতিহাস এবং

(২) আভ্যন্তরিন ও বাহ্যিক কারণসমূহের মূল্যায়ন। যেমন: ম্যানেজমেন্ট, কোম্পানি, ইন্ডাস্ট্রির মূল্যায়ন।

(৩) আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষন

(৪) ঋণ গ্রহীতার নগদ প্রবাহ অনুমান করা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা অনুমান করা।

(৫) জামানত বা ঋণ পরিশোধের দ্বিতীয় উৎস এর মূল্যায়ন

(৬) বিশ্লেষনের সারসংক্ষেপ লেখা/প্রণয়ন করা এবং সুপারিশ প্রদান করা

ঋণ কর্মকর্তা বিশ্লেষনের রিপোর্ট মূল্যায়ন করে এবং কোন ভুল থাকলে, বাদ দিতে হলে বা যোগ করা হলে, আলোচনা করেন বিশ্লেষক এর সাথে। যদি ব্যাংকের ঝুঁকির মানদন্ড এর সাথে ঋণ অনুরোধটি পর্যাপ্ত না হয়, তবে কর্মকর্তা বিষয়টি ঋণগ্রহীতাকে জানান যে তার ঋণ অনুরোধটি প্রত্যাখান করা হয়েছে। ঋণ কর্মকর্তা এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে তার অবস্থা, ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা ইত্যাদির উন্নতি করার জন্য পদ্ধতির পরামর্শ দিতে পারে। যদি আর্থিক অবস্থার পরিস্থিতি উন্নতি হয় তবে আরেকটি আবেদন করার পরামর্শ দিয়ে থাকে ঋণ কর্মকর্তা। যদি ঋণ আবেদন ব্যাংকের গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি লিমিটের মধ্যে থাকে, তবে ঋণ কর্মকর্তা কিছু নির্দিষ্ট ঋণের শর্ত নিয়ে আলোচনা করে। যেমন: ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ, দর, জামানতের প্রয়োজনীয়তা, এবং ঋণ পরিশোধের তালিকা।

অনেক ছোট ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক ঋণের বিভাগ থাকে না এবং পূর্ণ মেয়াদের বিশ্লেষক ও থাকেনা আর্থিক ইতিহাস তৈরি করার জন্য। ঋণের প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখান করার পূর্বে ঋণ কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে সকল ধাপ সম্পন্ন করেন। প্রায় সময়ই ঋণের অনুরোধ গ্রহণ করা হয় পরিপূর্ণ তথ্যাদি (অর্থিক অবস্থার) সংগ্রহ ও পর্যালোচনা না করেই। আর্থিক বিবরণীসমূহ হতে পারে হাতে লিখিত বা অডিট ছাড়া এবং গ্যাপ (GAAP) এর নীতিগুলোও অনেক সময় সঠিকভাবে অনুসরণ নাও করা হতে পারে। এমনকি ঋণগ্রহীতা ভালো চরিত্রধারী হতে পারে এবং সম্পদের যথেষ্ট নেট মূল্য থাকতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ঋণ কর্মকর্তা ঋণগ্রহীতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করেও আনুষ্ঠানিক ঋণ অনুরোধপত্র তৈরি করতে এবং

সবচেয়ে ভালো আর্থিক তথ্যাদি যথাসম্ভব সংগ্রহ করতে। এ কাজ করতে অনেক সময় ব্যক্তিগতভাবে নিরীক্ষা করতে প্রয়োজন হয় ঋণগ্রহীতার প্রাপ্তিসমূহ, ব্যয়সমূহ এবং ইনভেন্টরি ইত্যাদি।

(২) ঋণ কার্যকর করা এবং পরিচালনা করাঃ

আনুষ্ঠানিক ঋণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তা ব্যাংকের উপর নির্ভর করে। অনেক কারণ এর উপর নির্ভর করে ব্যাংক কোন পদ্ধতি অনুসরন করে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যেমনঃ

(ক) ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো

(খ) ব্যাংকের আকার/আয়তন

(গ) ব্যাংকের কর্মচারীর সংখ্যা

(ঘ) অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং

(ঙ) ঋণের ধরন ইত্যাদি।

একজন স্বতন্ত্র দায়গ্রহণকারী বিভাগ বা একটি ঋণ কমিটি বা এ দু'টির সংমিশ্রনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণ এর সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ সবশেষ মতামত দেয় কোন ঋণ অনুরোধটি অনুমোদন দেয়া উচিত। সাধারনত প্রতিটি ঋণের কর্মকর্তার স্বাধীন "বিধিসংগত ক্ষমতা" থাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের অনুমোদন দেয়ার।

ঋণ কমিটি

ব্যাংকের সিনিয়র ঋণ কর্মকর্তাদের এবং পরিচালনা পর্ষদের একজন পরিচালক এর সমন্বয়ে ঋণ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির প্রধান কাজ বৃহৎ ঋণ অনুরোধ গুলোর আনুষ্ঠানিক পুনঃমূল্যায়ন। ঋণ কর্মকর্তা কর্তৃক এবং সহায়ক বিশ্লেষককারী কর্তৃক প্রর্দশিত ঋণ বিশ্লেষনের প্রতিটি ধাপ পুনঃমূল্যায়ন করে থাকে ঋণ কমিটি এবং সমষ্টিগতসিদ্ধান্ত নেয়। ঋণ কমিটি নিয়মিত সভা করে ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে এবং সে সাথে সম্পদের গুনগত সমস্যা যদি দেখা দেয় তবে তা নিয়ন্ত্রন করেন। অনেক বড় ব্যংকে কেন্দ্রীভূত দায়গ্রহণকারী বিভাগ নিয়োগ করে থাকে এবং একজন সম্পর্ক পরিচালক নিয়োগ দেন। সম্পর্ক পরিচালক এর কাজ হলো নতুন ব্যবসায়ের উৎস খুঁজে বেড় করা এবং বিদ্যমান সম্পর্কগুলো পোর্টফোলিওর মধ্যে পরিচালনা করেন। নতুন ঋণ অনুরোধের ক্ষেত্রে সম্পর্ক পরিচালক ক্লায়েন্টকে উপদেশ দেয় নতুন ঋণ অনুরোধের প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির, এবং সেগুলো মূল্যায়ন করে। যখন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ঋণগ্রহীতা প্রেরন করেন তখন সম্পর্ক পরিচালক সেগুলো প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষন করেন, যদি অনুমোদনের উপযোগী ভালো ঋণ অনুরোধ হয় তবে সেগুলো নিয়মানুযায়ী গুছিয়ে ঋণ কেন্দ্রে প্রেরন করেন। কেন্দ্রীয় দায়গ্রহণকারীর ঋণ বিশেষজ্ঞ চূড়ান্ত ঋণ সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। বেশির ভাগ বৃহৎ ব্যাংক কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে ঋণ অনুরোধ গুলো মূল্যায়ন করার জন্য।

কম্পিউটার সিস্টেম থেকে অনুমোদনকে একটি প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর হিসেবে বিবেচনা করা হয় কিছু ব্যাংকের ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। সেই সাথে সম্পর্ক পরিচালকের স্বাক্ষরকে দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর হিসেবে দেখা হয়।

যখন একটি ঋণ অনুমোদন হয়, ঋণ কর্মকর্তা তা ঋণগ্রহীতাকে জানান এবং একটি "ঋণ চুক্তি" তৈরি করেন। এ ঋণ চুক্তি বৈধ করে ঋণের উদ্দেশ্য, ঋণের শর্তসমূহ, ঋণ পরিশোধের তালিকা, ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার অবস্থাসমূহ ইত্যাদি। অতঃপর ঋণ কর্মকর্তা মিলিয়ে দেখেন যেসব দলিল রচনা বা ডকুমেন্টেশন ঠিকভাবে তৈরি করা হয়েছে কিনা। ঋণগ্রহীতা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন অন্যান্য জামিনদারদের সহ এবং ঋণের অর্থ গ্রহণ করেন।

ডকুমেন্টেশনঃ

ক্ষতি কমানো বা প্রতিরোধের জন্য অত্যাবশকীয় হলো ঋণ চুক্তির প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক দাবি জামানতের উপর প্রতিষ্ঠা করা। একটি ব্যাংকের উচিত অবশ্যই " নিরাপত্তা সুদ বা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট" নিখুঁতভাবে করা। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট হলো ব্যাংকের আইনগত দাবি প্রতিষ্ঠা করা সম্পত্তির উপর যে সম্পত্তি ঋণের পরিশোধ নিশ্চিত করবে। ঋণ প্রদানের একটি সাধারন অংশ হলো ক্ষতি। এই ক্ষতি পুরোপুরিভাবে বাদ দেয়া যাবে যদি কোন ঋণ ঝুঁকি না নেয়া যায়। ব্যাংক এক্ষেত্রে নিজস্ব আনুষ্ঠানিক ঋণ নীতি তৈরি করে এবং তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করে এ ঋণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

৩। ঋণ পুনঃমূল্যায়নঃ

ঋণ পুনঃমূল্যায়নের প্রচেষ্টা করা হয় ঋণ ঝুঁকি কমানোর জন্য, সমস্যা ঋণগুলো হ্যান্ডলিং করার জন্য এবং ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ঋণগ্রহীতাদের সম্পত্তি নগদে পরিনত করার জন্য কার্যকর ঋণ পরিচালনায় ঋণ বিশ্লেষণ থেকে ঋণ কার্যকর বা পরিচালনা করা ঋণ পুনঃমূল্যায়ন আলাদা করে ফেলে। দু'টি অংশে আলাদা করে ঋণ পুনঃমূল্যায়ন করা হয়। যেমনঃ

(১) বিদ্যমান ঋণের কর্মক্ষমতা নিরীক্ষন করা

(২) সমস্যা ঋণ পরিচালনা করা

বিদ্যমান ঋণের কর্মক্ষমতা নিরীক্ষন করাঃ অনেক ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক ঋণ পুনঃমূল্যায়ন কমিটি রয়েছে। স্বাধীন ঋণ কর্মকর্তা সরাসরি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ঋণ কমিটির পরিচালককে কাছে রিপোর্ট জমা দিয়ে থাকে। ঋণ পুনঃমূল্যায়নের দ্বায়িত্ব প্রাপ্তরা বিদ্যমান ঋণের নিরীক্ষা করে ঋণ গ্রহীতার আর্থিক অবস্থা গ্রহণযোগ্য কিনা তা যাচাই করে, ঋণের ডকুমেন্টেশন ঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা যাচাই করে এবং ঋণের মূল্য নির্ধারন আয়ের লক্ষ্য অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা যাচাই করে। যদি এ নিরীক্ষা কোন সমস্যা খুঁজে বের করে, কমিটি তখন সংশোধনমূলক কাজ আরম্ভ করে দেয়। সহজভাবে সমস্যা বিদায় করা হয়, বাদ যাওয়া ফর্মে স্বাক্ষর নিয়ে নেওয়া বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নেওয়ার

মাধ্যমে। যদি ঋণগ্রহীতা ঋণের কোন শর্ত বা চুক্তি ভঙ্গ করে তবে ঋণটি ডিফল্ট বা অক্ষম বলে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে দিয়ে জোড়পূর্বক চুক্তি ভঙ্গের বিষয় সংশোধন করে নেয় অথবা ঋণগ্রহীতাকে তাৎক্ষনিক ঋণ পরিশোধের জন্য অনুরোধ করতে পারে। যদি ঋণ গ্রহীতা স্বেচ্ছায় বা স্বতস্ফুর্তভাবে সমস্যা সংশোধন না করে তখন ব্যাংক বাধ্য হয়ে ঋণটি বন্ধ করে দেয় এবং পুরো ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য অনুরোধ করে।

সমস্যা ঋণ পরিচালনা করাঃ যদি সমস্যা অনেক বেশি জটিল আকার ধারন করে তখন ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়। এ ধরনের ঋণকে শ্রেনিবদ্ধ করা হয় সমস্যা ঋণ হিসেবে। সমস্যা ঋণের দরকার হয় বিশেষ ব্যবস্থা। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাংকে ঋণ চুক্তিতে উল্লেখিত ঋণের মেয়াদ পরিবর্তন করতে হয়। ঋণের পূর্ণ পরিশোধের সম্ভবানাকে বাড়িয়ে দেবার জন্য। সাধারনত, সুদ এবং ঋণের মূল পরিমাণের প্রদান সংগতি রাখা, ঋণের মেয়াদ দীর্ঘতর করা, এবং অপ্রয়োজনীয় সম্পদের নগদায়ন করার মাধ্যমে ঋণচুক্তির পরিবর্তন আনা হয়। এছাড়াও ব্যাংক অতিরিক্ত জামানত বা জামিন এর জন্য অনুরোধ করে ঋণগ্রহীকে অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে জমা দেয়ার জন্য। এসবের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি না ঘটা পর্যন্ত সময় দেয়া।

সারসংক্ষেপ :

বানিজ্যিক ঋণের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সর্বনিম্ন ঝুঁকিতে লাভজনক ঋণ সৃষ্টি করা। একটি ঋণ নীতি ঋণ দানের নির্দেশিকা আনুষ্ঠানিকরন করে থাকে। এটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করতে অনুসরন করে থাকে। ঋণ প্রক্রিয়াতে তিনটি কাজ রয়েছে যা ব্যাংকের পরিচালন পর্ষদ নির্ধারন করা থাকে। ব্যবসা উন্নয়ন বা বিকাশ হলো বর্তমান ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকের সেবাসমুহের। ঋণের ক্ষেত্রে, নতুন ঋণের গ্রাহক শনাক্তকরণ এবং তাদেরকে ব্যাংকিং ব্যবসার জন্য অনুরোধ করা, সেই সাথে বর্তমান গ্রাহকদের সাথে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রক্ষা করা এবং ননক্রেডিট সেবাসমূহের প্রদান করা। যে কোন ব্যবসা উন্নয়নের চেষ্টার শুরুর ধাপ হচ্ছে "বাজার গবেষণা"। ব্যাংকিং সেবার চাহিদা অনুমান করাই হলো বাজার গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। যখন একজন ক্রেতা ঋণের জন্য অনুরোধ করে, ব্যাংক কর্মকর্তার প্রাপ্ত সব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখে যে এ ঋণটি ব্যাংকের ঝুঁকি আয়ের লক্ষ্যের সাথে মিলছে কি না। ঋণ কর্মকর্তা বিশ্লেষনের রিপোর্ট মূল্যায়ন করে এবং কোন ভুল থাকলে, বাদ দিতে হলে বা যোগ করা হলে, আলোচনা করেন বিশ্লেষক এর সাথে। আনুষ্ঠানিক ঋণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তা ব্যাংকের উপর নির্ভর করে। যখন একটি ঋণ অনুমোদন হয়, ঋণ কর্মকর্তা তা ঋণগ্রহীতা জানান এবং একটি "ঋণ চুক্তি" তৈরি করেন। এই ঋণ চুক্তি বৈধ করে ঋণের উদ্দেশ্য, ঋণের শর্তসমূহ, ঋণ পরিশোধের তালিকা, ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার অবস্থাসমূহ ইত্যাদি। ঋণ পুনঃমূল্যায়নের প্রচেষ্টা করা হয় ঋণ ঝুঁকি কমানোর জন্য, সমস্যা ঋণগুলো হ্যান্ডলিং করার জন্য এবং ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ঋণগ্রহীতাদের সম্পত্তি নগদে পরিনত করার জন্য কার্যকর ঋণ পরিচালনায় ঋণ বিশ্লেষণ থেকে ঋণ কার্যকর বা পরিচালনাকরা ঋণ পুনঃমূল্যায়ন আলাদা করে ফেলে।

পাঠ-৬.৫ বিভিন্ন ধরনের ঋণের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Different Types of Loans

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বানিজ্যিক ব্যাংক ঋণের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

এ পাঠে বানিজ্যিক ব্যাংক ঋণের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হবে। যদিও এখানে অনেক উপায় আছে ঋণসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করার, এই বিশ্লেষনটি প্রধানত দৃষ্টি দেবে ঋণের প্রদানকৃত অর্থ এবং মেয়াদের উপর। প্রতিটি ধরনের ঋণের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন জামানত, ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা এবং ঋণের চুক্তি।

ঋণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য আর্থিক কার্যাবলী হতে ঋণকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে সাহায্য করে। যেমনঃ

১. ঋণের পক্ষসমূহঃ ঋণ চুক্তি সাধারণত দু'টি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়। পক্ষসমূহ হচ্ছে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকের নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের জন্য আবেদন করবে এবং ব্যাংক উক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা যথাযথ মনে করলে ঋণের আবেদন গ্রহণ করবে। ব্যাংক যদি দেখে আবেদনের কোনো অসঙ্গতি আছে তাহলে সে আবেদন বাতিল করতে পারে।

২. ঋণের পরিমাপঃ ঋণের আবেদনকারী সর্বদা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের জন্য আবেদন করবে। তবে ব্যাংক কি পরিমাণ ঋণ আবেদন গ্রহণ করবে তা ব্যাংকের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

৩. চুড়ান্ত সিদ্ধান্তঃ ঋণের আবেদন করার সাথে সাথে ব্যাংক তার অব্যবহৃত তহবিল, আবেদনকারী সুনাম, তার অর্থ প্রাপ্তির উৎস, সর্বোপরি ঋণ প্রাপ্তি সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে, এমনকি ঋণ মঞ্জুর নাও করতে পারে।

৪. ঋণের মাধ্যমঃ ঋণের মাধ্যম হিসেবে সাধারণত নগদ টাকাকেই ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমপরিমাণ অর্থের কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য জিনিসও দেয়া হয়।

৫. ঋণ হস্তান্তরঃ ব্যাংক বিভিন্নভাবে মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণ করতে পারে। যেমনঃ এককালীন বা কিস্তির মাধ্যমে। সাধারণত ঋণের টাকা একবারেই দেয়া হয়, তবে ক্ষেত্র বিশেষে ধাপে ধাপে দেওয়ার রীতিও চালু আছে।

৬. ঋণ হস্তান্তর পদ্ধতিঃ সাধারণত আবেদনকারী গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে ঋণ দেওয়া হয়। তবে নতুন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে হয়। সেই ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ হস্তান্তর করে ব্যাংক।

৭. নিরাপত্তাঃ সাধারণত ব্যাংক জামানতের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করে। তবে অনেক সময় ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে জামানত ছাড়াই ব্যক্তিগত গ্যারান্টিতে ঋণ দেয়া হয়।

৮. ঋণের মূল্যঃ ব্যাংক কখনই সুদ ছাড়া কোনো ঋণ দেয় না। ঋণ হতে প্রাপ্ত সুদই হচ্ছে ঋণের মূল্য। সুদ হার কত হবে তা নির্ভর করে ঋণের ধরণের উপর।

৯. ব্যাংক ঋণের মেয়াদকালঃ ঋণের ধরন, গ্রাহকের অবস্থান, গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের সর্ম্পক ইত্যাদি বিষয়ের উপর ঋণের মেয়াদকাল নির্ভর করে। ঋণ চাহিবামাত্র ফেরৎ, স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হতে পারে।

১০. ঋণ পরিশোধঃ ঋণ সাধারণত কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। গ্রাহক চাইলে যে কোনো ঋণ একবারেও পরিশোধ করতে পারে। তবে এর কিছুই নির্দিষ্ট শর্ত ও চুক্তির ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।

সাধারণত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আবাসন ঋণ প্রদান করে থাকে, এ ধরনের ঋণের জন্য সাধারনত জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র, প্রকৌশল সংক্রান্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত তথ্যাদি আবেদন পত্রের সাথে ব্যাংকে জমা দিতে হয়। বাংলাদেশে সরকারি ব্যাংক ও হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনে আবাসনে সুদের হার একেক রকম। বর্তমানে ঋণ বিতরনের প্রক্রিয়াও আগের চেয়ে বেশ সহজ। এছাড়াও সাধারনত কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কৃষকগণ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষি ঋণ বলে। বাংলাদেশে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ইত্যাদি ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণ প্রদান করে থাকে। কৃষি ঋণের আওতা বাড়ানো ও অন্যান্য সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর কৃষিও পল্লী ঋণ নীতিমালা প্রনয়ণ করে থাকে।

সারসংক্ষেপ :

প্রতিটি ধরনের ঋণের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন জামানত, ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা এবং ঋণের চুক্তি। ঋণের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য আর্থিক কার্যাবলী হতে ঋণকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে সাহায্য করে। যেমনঃ ঋণ চুক্তি সাধারণত দু'টি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়। ঋণের আবেদনকারী সর্বদা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের জন্য আবেদন করবে। তবে ব্যাংক কি পরিমাণ ঋণ আবেদন গ্রহণ করবে তা ব্যাংকের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। ব্যাংক বিভিন্নভাবে মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণ করতে পারে। যেমনঃ এককালীন বা কিস্তির মাধ্যমে। সাধারণত আবেদনকারী গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে ঋণ দেওয়া হয়। সাধারণত জামানতের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণ হতে প্রাপ্ত সুদই হলো ঋণের মূল্য। ঋণের ধরন, গ্রাহকের অবস্থান, গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের সর্ম্পক ইত্যাদি বিষয়ের উপর ঋণের মেয়াদকাল নির্ভর করে। ঋণ সাধারণত কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। বর্তমানে ঋণ বিতরনের প্রক্রিয়াও আগের চেয়ে বেশ সহজ।

রেফারেন্সসমূহ

- Timothy W. Koch, S. Scott MacDonald, Bank Management, South-Western Cenage Learning, USA
- Peter S. Rose, Commercial Bank Management, Irwin/McGraw-Hill,USA.
- Paul F.Jessup, Bank Management, Holt, Rinehart & Winston, 1969.
- Dr. A R Khan, Bank Management: A Fund Emphasis, Brother's Publications.

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

(১) ব্যাংকের ঋণের প্রবৃদ্ধি ও প্রবণতা বর্ণনা করুন।

(২) ঋণের ঝুঁকির উৎসমূহ কী কী?

(৩) ব্যাংকের সামগ্রিক সম্পদের গুনগত পরিমাপের ধারণা অলোচনা করুন।

(৪) ব্যাংক সমূহের ঋণ ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার প্রবণতা কেমন? আলোচনা করুন।

(৫) ব্যাংকের ঋণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করুন।

(৬) ঋণ নীতি, ঋণ দর্শন ও ঋণ সংস্কৃতি কী তা বর্ণনা করুন।

(৭) আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণ বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া কী? আলোচনা করুন।

(৮) খারাপ ঋণ ও ভালো ঋণের ধারণা আলোচনা করুন।

(৯) ঋণ কমিটি কী? এ কমিটির কাজ কি কি?

(১০) কী কী উপায়ে ঋণ পুনঃমূল্যায়ন করা যায় বর্ণনা করুন।

(১১) বানিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করুন।